

বরিশাল সরকারী কলেজে শিক্ষক বদলি হয় না

বরিশাল অফিস ॥ এখানে সরকারী কলেজের শিক্ষকরা খুব একটা বদলি হন না। বছরের পর বছর ধরিয়া একই কলেজে চাকরী করিতেছেন। শহরে সরকারী কলেজের সংখ্যা ৪টি। প্রমোশন হওয়ার পর নিজ কলেজে শূন্য-পদ না থাকিলে শহরের অন্য কলেজগুলিতে স্বল্প সময়ের জন্য বদলি হন। সেখানেও পদ না (৭ম পৃঃ ৬ঃ)

বরিশালে সরকারী কলেজে (৩য় পৃঃ পর)

থাকিলে আশেপাশের কলেজে যোগদান করেন। কয়েকমাস পর আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া নিজ কলেজে চলিয়া আসেন। অথচ তিন বছর পর তাহাদের বদলী অনেকটা বাধ্যতামূলক। এখানে ঐ নিয়মের বালাই নাই। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরে তদবির চলাইয়া বছরের পর বছর এমনকি যুগের পর যুগও একই কলেজে কাটাইয়া দিতেছেন। এই ধরনের শিক্ষকের সংখ্যা ৮০ ভাগ। প্রাপ্ত তথ্যে জানা গিয়াছে প্রভাষক হিসাবে যোগদান করিয়া একই কলেজে প্রমোশনের পর প্রমোশন লইয়া এখন প্রফেসর হিসাবে কাজ করিতেছেন এমন শিক্ষকও রহিয়াছেন। আবার শহরের ২/১টি কলেজে ঘুরিয়া ফিরিয়া এখন অধ্যাক্ষের দায়িত্ব পালন করিতেছেন এমন শিক্ষকের সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়। একজন শিক্ষক ২৯ বছর একনাগাড়ে বি, এম, কলেজে চাকরী করিয়া অবসরকালীন মুহূর্তে পার্বত্য কলেজে যোগদান করিয়াছিলেন শুধু ঐ পদ বি, এম, কলেজে ছিলনা এই কারণে। ৮ বছরের অধিককাল একই কলেজে চাকরী করিতেছেন এই ধরনের বহু শিক্ষক রহিয়াছেন এইখানে আবার যুগ অতিক্রম করিয়াছে এমন শিক্ষক রহিয়াছেন। এই জেলার বাসিন্দা নন এমন শিক্ষক এখন স্থায়ীভাবে পত্তন গাড়িয়াছেন এই জেলায় শুধু চাকরীর সুবাদে। তাহারা জমি কিনিয়া বাড়ী তৈরী করিয়া এখানে স্থায়ী ঠিকানা লাভ করিয়াছেন। শহরের কলেজগুলিতে বহু শূন্য পদ রহিয়াছে। এই পদগুলিতে শিক্ষক আসিতেছে না। কয়েকজন প্রভাবশালী শিক্ষক ঐ শূন্যপদ যুক করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাদের প্রমোশন হইলে তাহারাই ঐ পদে জাঁকিয়া বসিবেন এই কারণে মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরে তাহারা সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখিতেছেন। শহরের কলেজগুলি হইতে শিক্ষকদের কদাচিৎ বদলী করা হইলে তাহারা মুহূর্তের মধ্যে ঐ নির্দেশ বাতিল করান। ফলে আশেপাশের সরকারী কলেজে বছরের পর বছর ধরিয়া বহু পদ শূন্য রহিয়াছে। সেখানে লেখাপড়া বিঘ্নিত হইতেছে।

শহরের কলেজগুলি শিক্ষকদের সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে। তাহারা ইচ্ছামাফিক ক্লাস করেন। যাহা খুশী তাই করেন। দলাদলি করেন। বিপদে পড়িলে রাজনৈতিক দলের আশ্রয় নেন। ছাত্রদের হাত করেন।

104